আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বাংলাদেশ

প্রকাশক
আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
নভেম্বর - ২০১৩

উপকরণ উন্নয়ন
এম বি আখতার

সহযোগিতা
জিনাত আরা হক
রেজাউল হক

ছবি অংকন ও ডিজাইন
রেজাউল হক
ভিজ্যুয়াল আর্ট ফর ডেভেলপমেন্ট

স্বত্ব
আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বাংলাদেশ
(প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া প্রকাশনাটির ছবি বা বক্তব্য অন্য কোন উপকরণে ব্যবহার বা প্রকাশনাটি পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।)

(আজ নির্বাচন। সজিব নির্বাচন কেন্দ্রে যাবে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো রত্না আপা আর সুমন ভাই আসছে।)

রত্না: কি খবর আকাশ ভাই? ভোট দিতে যাবে না?
আকাশ: তোমরা ভোট দিতে যাচ্ছ? আচ্ছা যাও, আমরা যেতে পারবো না। অন্য কাজ আছে।

যোগ্য প্রার্থীকে
সুমন: কি বলছ আকাশ ভাই!
ময়না আপা কোথায়?
সেও কি ভোট দিতে যাবে না?

বিথী: কি ময়না আপা, তুমি এখানে বসে আছ?
রত্না: ভোট দিতে যাবে না?
ময়না: ভোট? কিন্তু তাতে আমাদের কী লাভ?

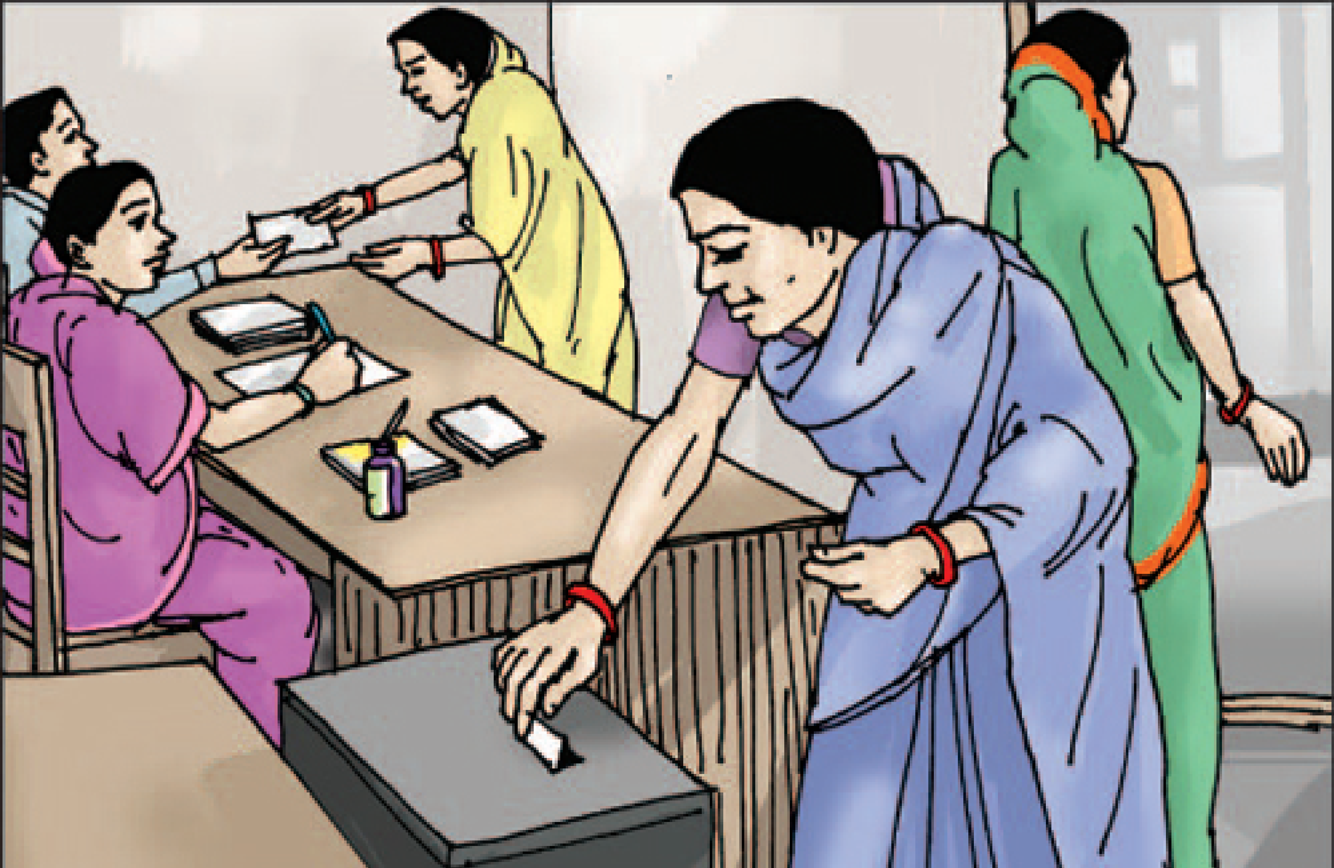

সুমন: নির্বাচন হচ্ছে আমাদের মত প্রকাশের জায়গা। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করি। আর ভোট বা মতামত দেয়া আমাদের অধিকার।

আকাশ: মতামত প্রকাশ করে আমাদের কী লাভ হয় তা তো বললে না।
বিথী: নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা ঠিক করি- আমাদের জীবনে শান্তি আসবে কিনা। ঘর, সমাজ ও দেশ আমাদের জন্য নিরাপদ হবে কিনা।

রত্না: যদি নির্বাচনে এমন একজন জিতে আসে, যে নিজে এবং তার দল নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাস করে না তাহলে কি তোমার ভাল লাগবে? নিশ্চয়ই না।

ময়না: আমরা তো আগে ভোট দিয়েছি, সমাজে শান্তি আসেনি বরং হানাহানি হয়েছে।
সজিব: আর সেজন্যই আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রত্না: যে ব্যক্তি বা দল নারীর চলাফেরা বা মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে
আমি তাকে ভোট দিব।

বিথী: আমি ভোট দিব এমন ব্যক্তিকে যে ধর্মে ধর্মে বিভেদ বন্ধে কাজ করবে।

সুমন: আমাদের আরও ভাবতে হবে, কারা নারী-পুরুষের সমান মজুরীর কথা বলে।

সজিব: দেখতে হবে কারা শহর ও গ্রামে নাগরিক সুবিধাগুলি
সমানভাবে নিশ্চিত করতে চায়।

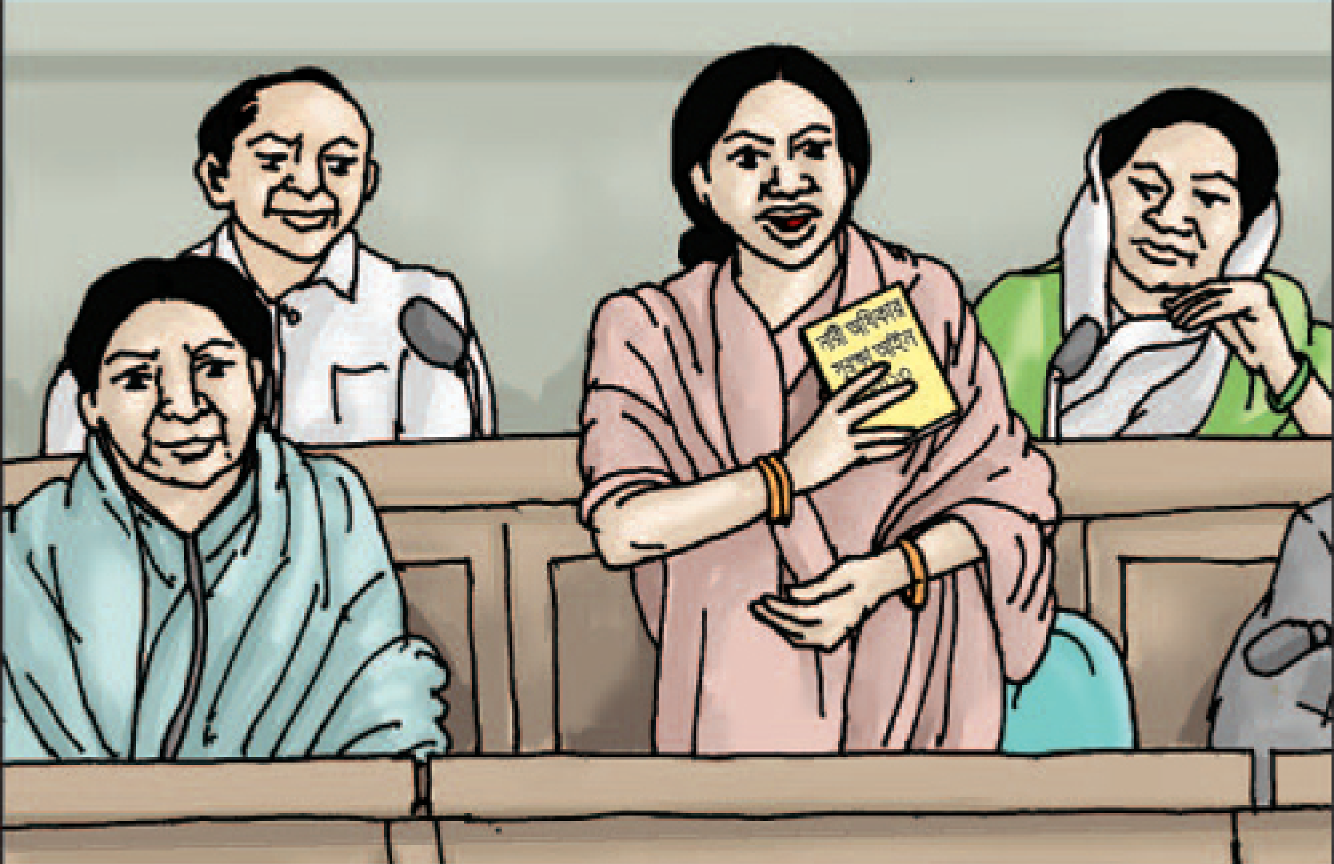

ময়না: নারীর অধিকার রক্ষার জন্য আইন বা নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করতে চায় সেই প্রার্থী আমার পছন্দ।

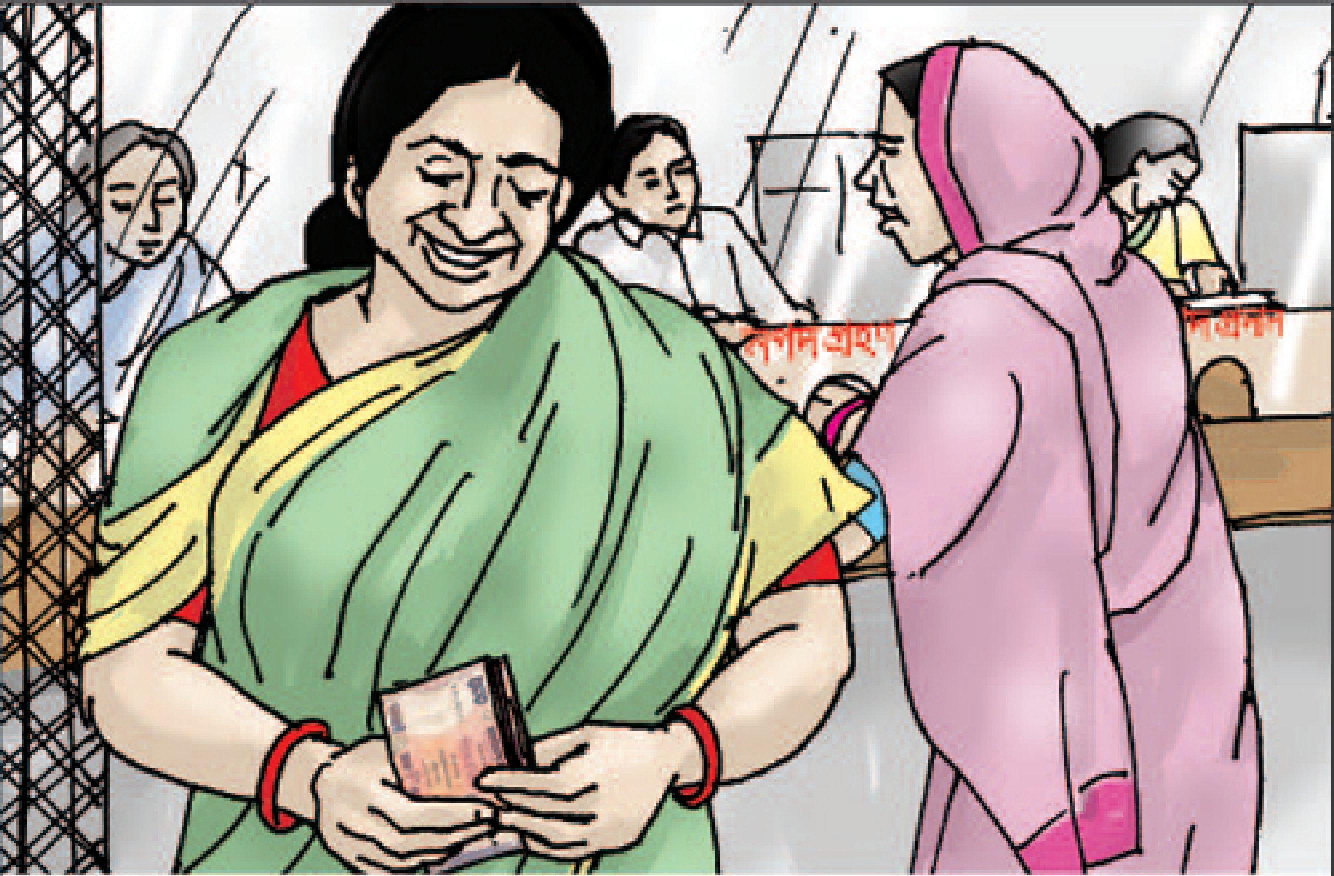

আকাশ: দরিদ্রতা দূরীকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে এমন ব্যক্তিও নির্বাচিত হওয়া দরকার।

সঞ্জিব: তাহলে তো নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
বিথী: ঠিকই বলেছ। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেই নির্বাচন।

আকাশ: এবার বুঝেছি- নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের চাওয়াগুলো পূরণ হতে পারে।
রত্না: ঠিক তাই। এবার কি তোমরা ভোট দিতে যাবে? চল সবাই একসাথে যাই।

বিথী : তুমি কি ভোট দিয়ে এলে, আপা?
কাজল : হ্যাঁ। তোমরাও যাচ্ছ?

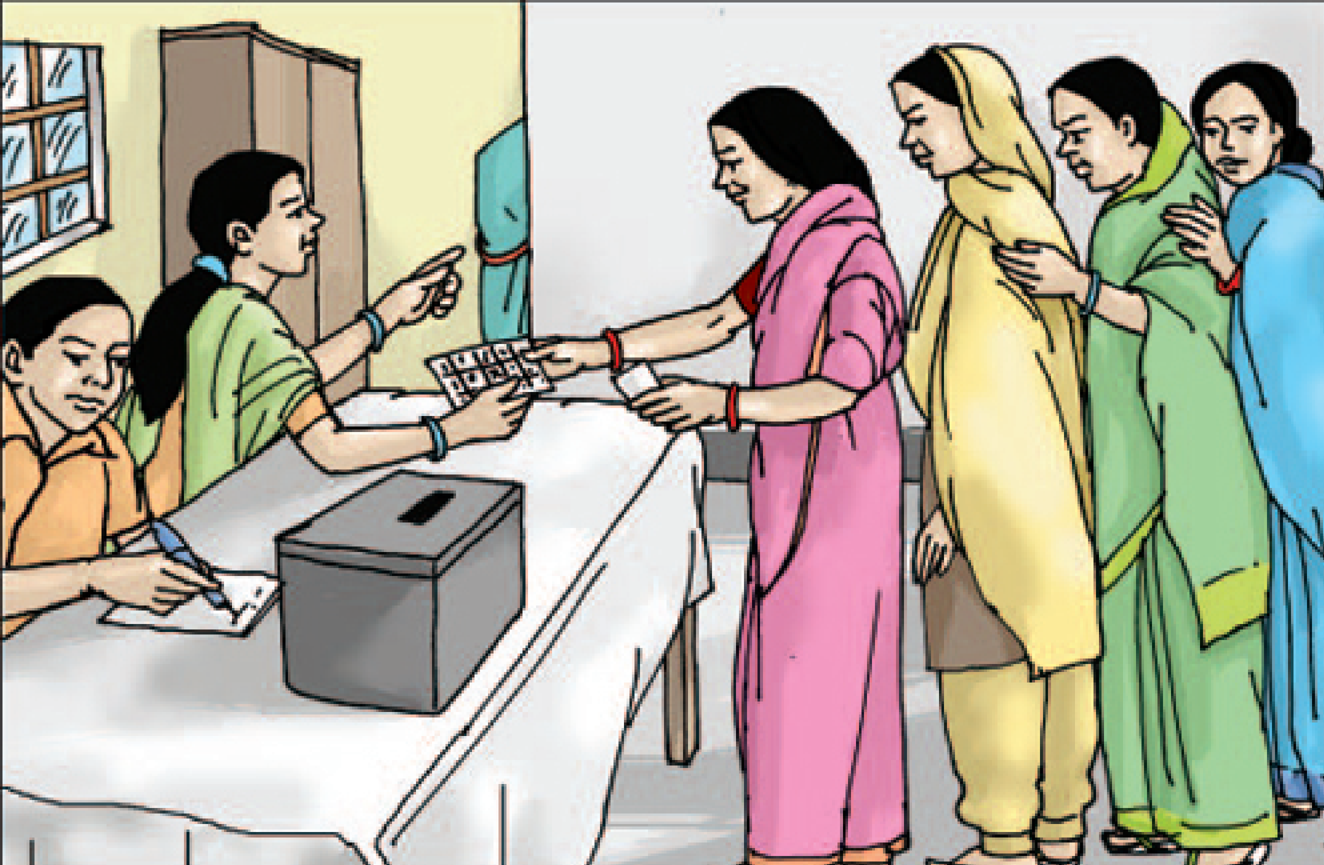

কাজল: ভোট কেন্দ্রে অনেক নারী ভোটার দেখতে পেলাম।
তারা বুঝে শুনে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোট দিচ্ছে।

কাজল: পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করাসহ সমাজের সকল বৈষম্য দূর করতে হলে নির্বাচনে সঠিক নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে। আমাদের জয় হবেই।

আমরাই পারি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে।

আমাদের কথা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ঘিরে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের অবিশ্বাস ও অনাস্থা দৃশ্যমান। বিশেষ করে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী ধরনের দাবীগুলো মাথায় রাখা দরকার তাও স্পষ্ট না। তাই সচেতন নাগরিকদের (Active Citizen) জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সুস্পষ্ট দাবীর প্রেক্ষিতে যেমন অবস্থান নেয়া জরুরি তেমন দাবী বাস্তবায়নে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কতখানি যত্নশীল তা পর্যবেক্ষণও জরুরি।

ঘরে, বাইরে, পরিবার বা রাষ্ট্রে নারী অধিকার রক্ষায় যখন মানুষ সোচ্চার হচ্ছে তখন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা ভূমিকা রাখবেন তাদের নারী অধিকার রক্ষায় কী অবস্থান তা জানা দরকার এবং আমাদের কোন ধরনের জনপ্রতিনিধি পছন্দ তা স্পষ্ট করে তাদেরকে জানানো প্রয়োজন।

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট মনে করে, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনটি শুধুমাত্র সামাজিক নয় বরং রাজনৈতিকভাবেও সমান গুরুত্বের দাবী রাখে। তাই দেশের প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রকে বিস্তৃত ও সুসংহত করতে যে কোন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রার্থী পছন্দ থেকে শুরু করে, নির্বাচনী এজেন্ডা পর্যবেক্ষণ বা রাজনৈতিক দলের নারীসমাজের প্রতি অবস্থান সবক্ষেত্রে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশকে নারী নির্যাতনমুক্ত করতে সমাজের সকলস্তরের সকল নারী-পুরুষকে নিয়ে যে আন্দোলনটি **আমরাই পারি জোট** সূচনা করেছে তা বাস্তবায়ন করতে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। তাই **"আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত- এগিয়ে নেবে দেশকে"** বুকলেটটি তৈরি করা হলো। আশা করছি প্রকাশনাটি নির্বাচনকে ঘিরে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যে অস্পষ্টতা আছে তা পরিষ্কার করবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সবাইকে সচেষ্ট করবে।

আমরাই পারি

নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে

ওয়েবসাইট- www.wecan-bd.org

/wecanbangladesh

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

বাড়ি- ৬/৪-এ (তৃতীয় তলা), স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ- +৮৮(০২)৯১৩০০২৬৫। ই-মেইল- info@wecan-bd.org, wecan_secretariatbd@yahoo.com